অযৌক্তিক যুদ্ধ !

নন্দিনী হোসেন

আমি নিজেকে নারীবাদী নয়,মানবতাবাদী বলতে পছন্দ করি।শুধু অবশ্য বলাই নয়,আমি মনে প্রাণে তা বিশ্বাস ও করি ।আমি মনে করি না,নারীমুক্তির জন্য পুরুষবিদ্বেষী হওয়ার কোন দরকার আছে !তাদের প্রতিপক্ষ তৈরি করে নয়,সহযাত্রী করে ই নারীদের পথ চলতে হবে ।এক ই কথা খাটে পুরূষের ক্ষেত্রে ও।নারী পূরূষ দুজনেই এই মানবসভ্যতার অংশ।তার একাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা অযৌক্তিক,অপরিণামদর্শী।গায়ের জোরে কোন বিপ্লব হয় না,হলে ও তা ভেঙ্গে পরে তাসের ঘরের মত !

তবে হা,পুরূষের বিরুদ্ধে আমার ব্যাপক অভিযোগ আছে,তা আমি অস্বিকার করব না। কারণ সভ্যতার সবটুকু অমৃত নিজেরা ভোগ করে,নারীদের দিকে ছুড়ে দিয়েছে তার গরল এই পুরূষরা ই ।নারীর বিরুদ্ধে পুরূষের এই বৈরিভাব চলে আসছে বিনা বাধায় যুগের পর যুগ।তারা গায়ের জোরেই দমিয়ে রখতে চেয়েছে নারীদের ।অবশ্য এ জন্য দায়ি শুধু কোন একজন ব্যক্তি পুরূষ নয়,দায়ি শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলে আসা,সমাজ ব্যবস্থা, আর বলাই বাহুল্য ,ধর্মীয় নিগড়! যা পুরূষের ই তৈরি ।এ থেকে আজকের যে পুরূষ তার ও সহজে মুক্তি নেই ।চাইলেই সে পারে না সব দ্বিধাকে মুক্ত করে দিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে !সে এখন ও নিজেকে পুরূষ ই ভাবে !কারণ তার মজ্জায় মিশে আছে,তাকে মানুষ নয়,সবার আগে পুরূষ হতে হবে !

আমাদের দেশে মাত্র একজন তসলিমার জন্য মদমত্ত ক্ষমতাগর্বী পুরূষ পাগল পারা হয়ে যায়। যেন কে কি করবে তাকে নিয়ে ভেবে পায় না !তাকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে,বা মেনে নিতে তাদের যে খুব ই কষ্ট হয় ,তা বুঝতে কারোর ই অসুবিধা হবার কথা নয় । তাকে অতি মানবী জাতীয় কিছু একটা না করতে পারলে যেন তাদের স্বস্তি হয় না !তসলিমা যে দোষে-গুণে একজন সাহসী মানুষ,এটা ভেবে নিতে পারলেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত । কেউ তলোয়ার নিয়ে তার কল্লা নিতে ছুটে,বিপরীতে কেউ বা তাকে কোনকিছু না বুঝেই আকাশে তুলে ফেলে !তাতে তসলিমার লাভ কিছু হয় না।তিনি যেমন মোল্লাদের দেখেছেন, তেমনি অতিভক্ত কিছু কিছু পুরূষ কে কাছ থেকে দেখেছেন-আর জেনেছেন কি করে এই সব ভক্তের দল সময়ে বদলে যায়,যেতে পারে অবলীলায় !অতি ভক্তি আর অতি ঘৃণা দুটো ই যে কোন মানুষের জন্য ক্ষতিকর,তা সে ব্যক্তিমানুষের জন্য ই হোক,অথবা হোক সমাজ সভ্যতার জন্য ।কালের ইতিহাস এসব পাশ কেটে,একজন মানুষের কর্ম -কান্ড নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষন করে থাকে।বকি আর সমস্ত ই আবর্জনা জ্ঞানে ছুড়ে ফেলে দেয় ।

সে যাই হোক ।আসলে সে নারী হোক অথবা পুরূষ,কেউ ই কারো প্রতিদ্ধন্দি নয়।একে অপরকে সহযাত্রী একজন মানুষ হিসাবে ভেবে নিতে পারলেই সব দ্বন্দের অবসান ঘটে ।কিন্তু তা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে পুরূষ কেই ।শুধু কথা বলে নয়,কার্য ক্ষেত্রে প্রমান দিয়ে ।

কল্যান হোক সবার
১৫ই মার্চ ২০০৪
nondinihussain@yahoo.co.uk